أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 98) www.motaher21.net

اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوة

" সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে।"

" Seek help with perseverance and prayers."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৫৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাযের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।

১৫৩ নং আয়াতের তাফসীর:

ধৈর্য ও সালাতের মর্যাদা

অত্র আয়াতগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন 'শোকরের' বর্ণনা শেষ করার পর 'সবর' বা ধৈর্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। আর সাথে সাথেই সালাতের বর্ণনা দিয়ে এসব সৎ কাজকে মুক্তি লাভের মাধ্যম করে নেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষ যখন সুখে থাকে তখন সেটা হচ্ছে তার জন্য শোকরের সময়। আর যদি কষ্টে থাকে তাহলে তা হচ্ছে তার ধৈর্য ধারণের সময়। যেমন হাদীসে রয়েছেঃ

"عجبًا للمؤمن. لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له: إن أصابته سراء، فشكر، كان خيرًا له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له".

‘মু’মিনের অবস্থান কতোই না উত্তম যে, প্রত্যেক কাজে তার জন্য মঙ্গলই নিহিত রয়েছে। সে শান্তি লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এর ফলে সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। আর সে কষ্ট পেলে ধৈর্যধারণ করে এবং এরও সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম ৪/৬৪/২২৯৫, মুসনাদে আহমাদ- ৪/৩৩২/৩৩৩) অতঃপর মহান আল্লাহ অত্র আয়াতের মধ্যে এটারও বর্ণনা দিয়েছেন যে, বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে ধৈর্য ও সালাত। যেমন এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছেঃ ﴿وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ١ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ﴾

‘তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং নিশ্চয়ই এটা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন কাজ।’ (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ৪৫) ‘সবর’ দু’ প্রকার। প্রথম সাবর হচ্ছে নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার ওপর ‘সবর’। দ্বিতীয় হচ্ছে আনুগত্য ও সাওয়াবের কাজ করার ওপর ‘সবর’। এ প্রকার ‘সবর’ প্রথম ‘সবর’ হতে বড়। উল্লিখিত দুইটি ছাড়াও আরো এক প্রকারে ধৈর্য আছে, তা হচ্ছে বিপদ ও দুঃখের সময় ‘সবর’। (অতএব ‘সবর’ মোট তিন প্রকার। যথা- ১. পাপ ও মহান আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করার মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করা। ২. আনুগত্য মূলক কাজ বাস্তবায়ন করার ধৈর্য ধারণ করা। ৩. বিভিন্ন বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা) এটা ওয়াজিব। যেমন অপরাধ ও পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করা ওয়াজিব।

‘আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন যে, জীবনের ওপর কঠিন হলেও, স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও এবং মনে না চাইলেও ধৈর্যের সাথে মহান আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা হচ্ছে এক ধরনের ‘সবর।’ দ্বিতীয় ‘সবর’ হচ্ছে প্রকৃতির ও মনের চাহিদা মুতাবিক হলেও মহান আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কাজ হতে বিরত থাকা।

﴿يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে। (৩৯ নং সূরা যুমার, আয়াত নং ১০)

সা‘ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ‘সবর’ এর অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত বিপদের প্রতিদান মহান আল্লাহ্‌র নিকট পাওয়ার বিশ্বাস রেখে তার জন্য সাওয়াবের প্রার্থনা করা, প্রত্যেক ভয়, উদ্বেগ এবং কাঠিন্যের স্থলে ধৈর্যধারণ করা এবং সাওয়াবের আশায় এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

যারা ধৈর্যধারণ করার গুণাগুণ অর্জন করেছে তারা হবে ঐ লোকদের দলভুক্ত যাদেরকে মহান আল্লাহ অভিনন্দন জানাবেন কিয়ামত দিবসে। (৩৩ নং সূরা আহযাব, আয়াত নং ৪৪) মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/১৪৪)

শহীদ-গণের রয়েছে নি‘য়ামতপূর্ণ জীবন

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘মহান আল্লাহ্‌র পথে শহীদ ব্যক্তিগণকে তোমরা মৃত বলোনা। বরং তাঁরা এমন জীবন লাভ করেছে যা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না।’ তারা ‘বারযাখী’ জীবন অর্থাৎ মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবকাশ লাভ করেছে এবং সেখানে তাঁরা আহার্য পাচ্ছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছেঃ

" إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل مُعَلَّقة تحت العرش، فاطَّلع عليهم ربك اطِّلاعَة،فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأيّ شيء نبغي، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يُتْرَكُون من أن يسألوا، قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا، فنقاتل في سبيلك، حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة - فيقول الرب جلّ جلاله: إني كتبتُ أنَّهم إليها لا يرجعون".

‘শহীদগণের আত্মাগুলো সবুজ রঙের পাখিসমূহের দেহের ভিতর রয়েছে এবং তারা জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, অতঃপর তারা ‘আরশের নীচে ঝুলন্ত বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাদের প্রভু তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘এখন তোমরা কি চাও?’ তারা উত্তরে বলেঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আপনি তো আমাদের ঐ সব জিনিস দিয়েছেন যা অন্য কাউকেও দেননি। সুতরাং এখন আর আমাদের কোন জিনিসের প্রয়োজন হবে?’ তবুও পুনরায় একই প্রশ্ন করা হয়। যখন তারা দেখে যে, অব্যহতি হচ্ছে না, তখন তারা বলেঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমরা আপনার পথে আবার যুদ্ধ করে পুনরায় শাহাদাত বরণ করে আপনার নিকট ফিরে আসবো। এর ফলে আমরা শাহদাতের দ্বিগুণ মর্যাদা লাভ করবো।’ প্রবল প্রতাপান্বিত রাব্ব তখন বলেনঃ ‘এটা হতে পারে না। আমি তো এটা লিখেই দিয়েছি যে, কেউই মৃত্যুর পর আর দুনিয়ায় ফিরে যাবেনা।’ (মুসলিম ৩/১২১/১৫০২, জামি‘ তিরমিযী ৫/২১৫/৩০১১, সুনান ইবনে মাজাহ ২/৯৩৬/২৮০১, সুনান দারিমী ২/২৭১/২৪১০) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন,

‘আবদুর রহমান ইবনে কা‘ব ইবনে মালিক (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"نَسَمَةُ المؤمن طائر تَعْلَقُ في شجر الجنة، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه" (2)

‘মু’মিনদের রুহ একটি পাখি যা জান্নাতের কাছে অবস্থান করে এবং কিয়ামতের দিন সে নিজের দেহে ফিরে আসবে। (হাদীস সহীহ। মুসনাদ আহমাদ ৩/৪৫৫, ৪৬০, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-১/৪৯/২৪০, সুনান নাসাঈ-৪/৪১৪/২০৭২, জামি‘ তিরমিযী ৪/১৫১/১৬৪১, সুনান ইবনে মাজাহ-২/১৪২৮/৪২৭১) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মু’মিনদের আত্মা সেখানে জীবিত রয়েছে। কিন্তু শহীদগণের আত্মার এক বিশেষ সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

নেতৃত্ব পদে আসীন করার পর এবার এই উম্মাতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বিধান দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সবার আগে যে কথাটির প্রতি এখানে দৃষ্টি আর্কষণ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে, তোমাদের জন্য যে বিছানা পেতে দেয়া হয়েছে সেটা কোন ফুলের বিছানা নয়। একটি বিরাট, মহান ও বিপদ সংকুল কাজের বোঝা তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বোঝা মাথায় ওঠাবার সাথে সাথেই তোমাদের ওপর চতুর্দিক থেকে বিপদ-আপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে। কঠিন পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের ঠেলে দেয়া হবে। অগণিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সবর, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সংকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ-আপদের মোকাবিলা করে যখন তোমরা আল্লাহর পথে এগিয় যেতে থাকবে তখনই তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে তাঁর অনুগ্রহরাশি।

অর্থাৎ এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা বহন করার জন্য তোমাদের দু'টো আভ্যন্তরীন শক্তির প্রয়োজন। একটি হচ্ছে, নিজের মধ্যে সবর, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শক্তির লালন করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত, নামায পড়ার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো বিভিন্ন আলোচনায় সবরের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ হিসেবে সবরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আসলে এটিই হচ্ছে সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। এর সহায়তা ছাড়া মানুষের পক্ষে কোন লক্ষ্য অর্জনে সফলতা লাভ সম্ভব নয়। এভাবে সামনের দিকে নামায সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে নামায কিভাবে মু'মিন ব্যক্তি ও সমাজকে এই মহান কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলে।

'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও নফস্ এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর'-এর তিনটি শাখা রয়েছে। (এক) নফসকে হারাম এবং না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা (দুই) ইবাদাত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যেকোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ যেসব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয়, সেগুলোকে আল্লাহ্‌র বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। [ইবনে কাসীর]। 'সবর'-এর উপরোক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণা সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই 'সবর' হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম দুটি শাখা এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দুটি বিষয়ও যে 'সবর'-এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কুরআন হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা সাবের সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে।

সালাত এবং 'সবর'-এর মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দু'পন্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন বাক্যের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সালাত আদায়কারী এবং সবরকারীগণের আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ হয়। মহান আল্লাহ্ আরশের উপর থেকেও তাঁর বান্দাদের সাথে থাকার অর্থ দুটি। প্রথম, সাধারন অর্থে 'সাথে থাকা'। যা সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা হচ্ছে, সবাই মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ভিতরে থাকা। মহান আল্লাহ্‌র যত সৃষ্টি সবার যাবতীয় অবস্থা তাঁর গোচরিভূত। তিনি ভাল করেই জানেন কে কোথায় কোন অবস্থায় কোন কাজে লিপ্ত। দ্বিতীয় প্রকার 'সাথে থাকা' বিশেষ অর্থে। যা কেবলমাত্র তাঁর নেককার, সবরকারী, ইহসানকারী, মুত্তাকীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সেটি হচ্ছে, সাহায্য-সহযোগিতা করা। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষে কারও সাথে থাকার অর্থ কখনো

এটা হতে পারে না যে, তিনি তার সাথে চলাফেরা করছেন বা কোন কিছুর ভিতরে প্রবেশ করে আছেন। অথবা তার সাথে লেগে আছেন। কারণ; মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপর রয়েছেন। তিনি স্রষ্টা হিসেবে সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

“কৃতজ্ঞতা প্রকাশের” নির্দেশের পর আল্লাহ তা‘আলা সবরের আলোচনা নিয়ে এসেছেন। আর সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করার নির্দেশনা দিচ্ছেন।

একজন মু’মিন আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে আর বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করবে। তার উভয় অবস্থা কল্যাণকর।

হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلُّهُ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنَّ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ

মু’মিনের সকল কাজ আশ্চর্যজনক। তাদের সকল বিষয় কল্যাণকর। যদি কোন কল্যাণ পায় তখন শুকরিয়া আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি কোন মুসিবতে পতিত হয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর। (সহীহ মুসলিম হা: ২২৯৫)

صَبر বা ধৈর্য তিন ধরনের। যথা:

১. আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ পালনে ধৈর্য ধারণ করা।

২. আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্য কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করা।

৩. ভাগ্যের ভাল-মন্দ বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা। (তাফসীর সা‘দী, পৃঃ ৫৬)

নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর অনুগ্রহ, সহযোগিতা দিয়ে ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যারা তাঁর পথে শহীদ হয় তারা মৃত নয় বরং তারা জীবিত, কিন্তু কিভাবে তা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)

"তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালক হতে জীবিকা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন, তাতেই তারা পরিতুষ্ট।" (সূরা আলি-ইমরান ৩:১৬৯-১৭০)

হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: নিশ্চয়ই শহীদের আত্মাসমূহ জান্নাতে সবুজ পাখির মাঝে বিরাজমান আছে। তারা জান্নাতের নদীনালায় ঘুরে বেড়ায়, জান্নাতের ফলমূল খায় এবং আরশের সাথে ঝুলন্ত বাসায় ফিরে আসে। (সহীহ বুখারী হা: ২৯৭২, ২৮১৭)

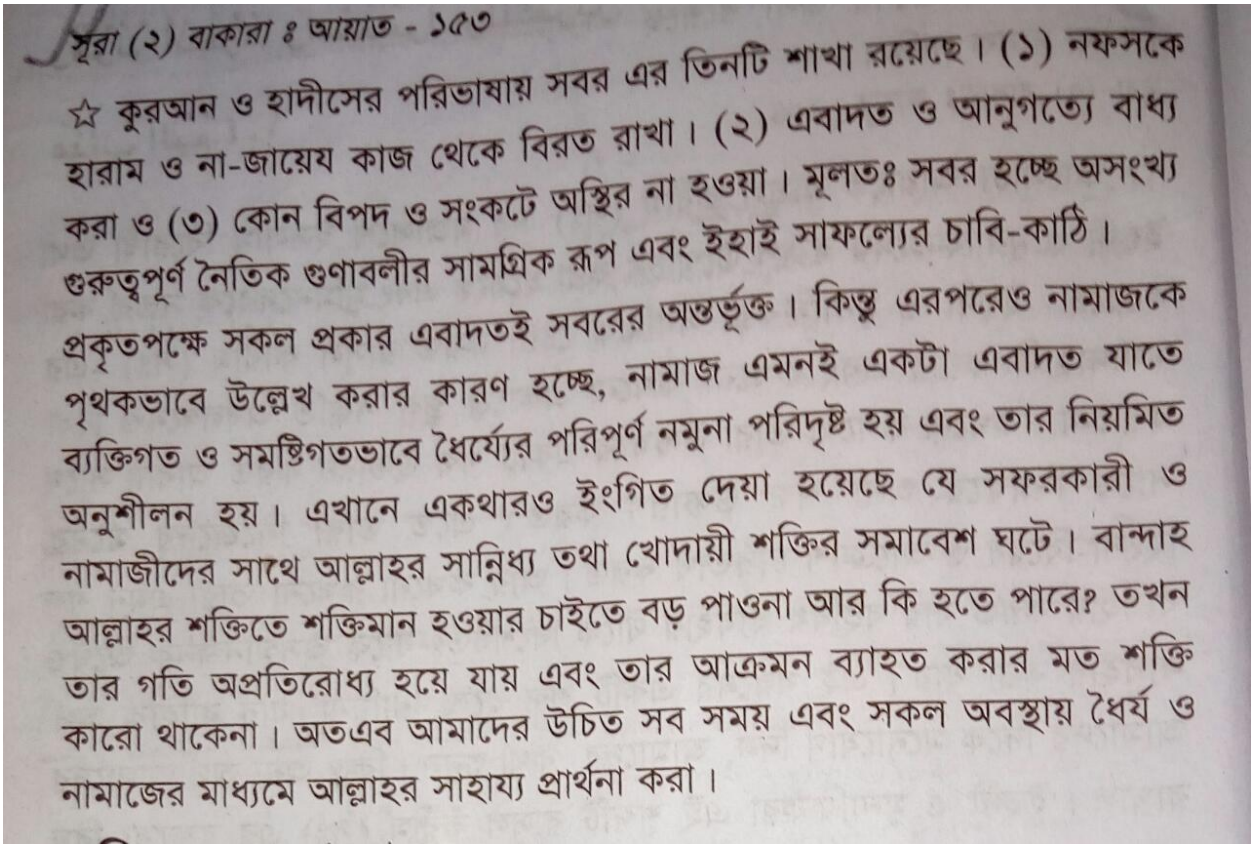

সূরা (২) বাকারা ঃ আয়াত - ১৫৩

☆ কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সবর এর তিনটি শাখা রয়েছে। (১) নফসকে হারাম ও না-জায়েয কাজ থেকে বিরত রাখা। (২) এবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা ও (৩) কোন বিপদ ও সংকটে অস্থির না হওয়া। মূলতঃ সবর হচ্ছে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ এবং ইহাই সাফল্যের চাবি-কাঠি। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার এবাদতই সবরের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, নামাজ এমনই একটা এবাদত যাতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ধৈর্য্যের পরিপূর্ণ নমুনা পরিদৃষ্ট হয় এবং তার নিয়মিত অনুশীলন হয়। এখানে একথারও ইংগিত দেয়া হয়েছে যে সফরকারী ও নামাজীদের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। বান্দাহ আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার চাইতে বড় পাওনা আর কি হতে পারে? তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায় এবং তার আক্রমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারো থাকেনা। অতএব আমাদের উচিত সব সময় এবং সকল অবস্থায় ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ধৈর্য ধারণের ফযীলত জানলাম। সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

২. সাধারণ মু'মিনদের চেয়ে যারা আল্লাহ তা'আলার পথে শাহাদাত বরণ করে তাদের ফযীলত অনেক বেশি।

৩. আল্লাহ তা'আলা সৎ বান্দাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বদাই তাদের সাথে থাকেন।

সূরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৭৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ইবাদাতকারী হয়ে থাকো, তাহলে যে সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি সেগুলো নিশ্চিন্তে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

১৭২ নং আয়াতের তাফসীর:

হালাল খাবার খাওয়া এবং হারাম খাদ্যের বিবরণ

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলেন, 'তোমরা পবিত্র ও উত্তম দ্রব্য আহার করো এবং আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। 'হালাল খাদ্য দু'আ ও 'ইবাদত গৃহীত হওয়ার কারণ এবং হারাম খাদ্য তা কবূল না হওয়ার কারণ।' যেমন আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

" أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثم ذكر الرجل يطيلُ السفر أشعث أغبر، يمدُّ يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك".

'হে মানবমণ্ডলী! মহান আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। তিনি নবীগণকে ও মু'মিনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন পবিত্র জিনিস আহার করেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেন। (মুসনাদে আহমাদ ৩/৩২৮) অতএব মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا١ اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ﴾

‘হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো ও সৎ কাজ করো; তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত।’ (২৩ নং সূরা মু’মিনূন, আয়াত নং ৫১) আর মু’মিনদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

‘হে মু’মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি, সেই পবিত্র বস্তুসমূহ আহার করো এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।’ আয়াতগুলো পাঠ শেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘এক লোক দীর্ঘ সফর করেছে, যার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত এবং নিজেও ধূলাবালিতে জর্জরিত; সে তার দু’হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছেঃ হে আমার রাব্ব! হে আমার রাব্ব! অথচ সে যে খাদ্য গ্রহণ করে তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, সে যে পোশাক পরিধান করে তাও হারাম আয়ে জর্জরিত অর্থ দ্বারা তৈরী, তার শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে হারাম খাদ্য দ্বারা। সুতরাং কিভাবে তার প্রার্থনা কবূল হবে? (হাদীস সহীহটি। সহীহ মুসলিম- ২/৬৫/৭০৩, জামি‘ তিরমিযী ৫/২০৩/২৯৮৯, সুনান দারিমী ২/৩৮৯/২৭১৭)

হালাল জিনিসের বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ হারাম জিনিসের বর্ণনা দিচ্ছেন। বলা হচ্ছে যে, হালাল প্রাণী আপনা আপনিই মরে গেছে এবং শারী‘আতের বিধান অনুসারে যবেহ করা হয়নি তা হারাম। হয় তাকে কেউ গলা টিপে মেরে ফেলুক, লাঠির আঘাতেই মরে যাক, কোথাও হতে পড়ে গিয়ে মারা যাক, অথবা অন্যান্য জন্তু তাকে শিংয়ের আঘাতে মেরে ফেলুক। এসবগুলোই মৃত ও হারাম। কিন্তু পানির প্রাণীর ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। পানির প্রাণী নিজে নিজেই মরে গেলেও হালাল। এর পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُه﴾

‘সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।’ (৫ নং সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ৯৬) এই আয়াতের তাফসীরে দেয়া হবে ইনশা’আল্লাহ। সাহাবীগণের ‘আম্বার’ নামক প্রাণীর প্রাণীটি (হাঙ্গর) মৃত অবস্থায় প্রাপ্তি, তাঁদের তা আহার করা, পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যাওয়া এবং তাঁরা একে জায়িয বলা ইত্যাদি সব কিছুই হাদীসে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১৫২) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"

‘সমুদ্রের পানি হালাল এবং এর মৃত প্রাণীও হালাল।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী-৭/৬৭৮/৪৩৬১, ৪৩৬২, সহীহ মুসলিম ২/১৭/১৮/১৫৩৫, ১৫৩৬। মুওয়াত্তা ১/২২, সুনান আবূ দাঊদ ১/৬৪, জামি‘ তিরমিযী ১/২২৪, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৬৫, সুনান নাসাঈ ১/৫০, ইবনে মাজাহ ১/১৩৬)

আরো একটি হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال"

‘দুই মৃত ও দুই রক্ত হালাল। মাছ, ফড়িং, কলিজা ও প্লীহা।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ-১/২১/৮৩, জামি‘ তিরমিযী ১/১০০,১০১,৬৯, সুনান নাসাঈ ১/৫৩/৫৯, সুনান ইবনে মাজাহ-১/৩৮৬, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ১/১২/২২, মুসনাদ আহমাদ ২/২৩৭, ৩৬১,/৩৯৩, সুনান দারিমী- ১/২০১/৭২৯) ‘সূরা মায়িদা’য় ইনশা’আল্লাহ এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

জিজ্ঞাস্যঃ মৃত জন্তুর দুধ ও তার মধ্যস্থিত ডিম অপবিত্র। এটি ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) সহ অন্যান্যদের অভিমত। কেননা সেগুলো মৃতেরই একটি অংশবিশেষ। ইমাম মালিক (রহঃ) এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সেটা পবিত্র তো বটে; কিন্তু মৃতের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে অপবিত্র হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মৃতের দাঁতও ঐ বিজ্ঞজনদের নিকট অপবিত্র। তবে তাতে মতভেদও রয়েছে। অবশ্য প্রসিদ্ধ অভিমত হলো তা নাপাক। সাহাবীগণের ‘মাজুসদের’ পনীর ভক্ষণ এখানে প্রতিবাদরূপে আসতে পারে; কিন্তু ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এর উত্তরে বলেছেন যে, দুধ খুবই কম হয়ে থাকে, আর এরূপ তরল জাতিয় কোন অপবিত্র জিনিস অল্প পরিমাণ যদি অধিক পরিমাণ যুক্ত কোন পবিত্র জিনিসের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। (তাফসীর কুরতুবী ২/২২১) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘি, পনির এবং বন্য গাধা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ

"الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه"

‘হালাল ঐ জিনিস যা মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবে হালাল করেছেন এবং হারাম ঐ জিনিস যা তিনি স্বীয় কিতাবে হারাম করেছেন, আর যেগুলির বর্ণনা নেই সেগুলি ক্ষমার্হ। (হাদীস হাসান। সুনান ইবনে মাজাহ ২/১১১৭/৩৩৬৭, জামি‘ তিরমিযী ৪/১৯২/১৭২৬, মুসতাদরাক হাকিম ৪/১১৫, আল কামিল-৩/৪৩০)

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, শূকরের গোশতও হারাম। তা যবেহ করা হোক কিংবা নিজে নিজেই মরে যাক। শূকরের চর্বিরও এটাই নির্দেশ। কেননা ওর অধিকাংশ গোশতই চর্বিযুক্ত এবং চর্বি গোশতের সাথেই থাকে। অতএব গোশত যখন হারাম তখন চর্বিও হারাম। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ‘যা মহান আল্লাহ ছাড়া অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেটাও হারাম।’ অজ্ঞতার যুগে কাফেরেরা তাদের বাতিল উপাস্যদের নামে পশু যবেহ করতো। মহান আল্লাহ সেটাকে হারাম বলে ঘোষণা করেন। আর ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ‘আযমী বা অনারবরা তাদের ‘ঈদে পশু যবেহ করে এবং তা হতে মুসলিমদের নিকটও হাদিয়া স্বরূপ যা কিছু পাঠিয়ে থাকে, তাদের দেয়া ঐ গোশত খাওয়া যায় কি? তিনি বললেনঃ ‘ঐ দিনের সম্মানার্থে যে জীব যবেহ করা হয় তোমার তা খেয়ো না। তবে তাদের গাছের ফল খেতে পারো।’ (তাফসীর কুরতুবী ২/২২৪)

বিশেষ অপারগ অবস্থায় নিষিদ্ধ ব্যবস্থা শিথিল যোগ্য

এরপরেও অভাব ও প্রয়োজনের সময় যদি খাওয়ার জন্য অন্য কিছুই পাওয়া না যায় তাহলে মহান আল্লাহ ঐ হারাম বস্তুগুলো খাওয়াও বৈধ করেছেন এবং বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যাবে এবং অবাধ্য-উচ্ছৃঙ্খল ও সীমা অতিক্রমকারী না হবে তার জন্য এই সব জিনিস খাওয়ার কোন পাপ নেই। মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।'

মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ এর অর্থ হচ্ছে, কেউ যদি ঔদ্ধত্য কিংবা অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে না করে শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য করতে বাধ্য হয় তা ভিন্ন কথা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়ঃ যদি সে এটা না করে তাহলে তার দ্বারা ছিনতাই, রাহাজানী, প্রচলিত আইনের বিরোধিতা, শাসকের বিরোধিতা কিংবা এ ধরনের কোন কিছু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তখন তার জন্য এ বিষয়টি সিথিলযোগ্য। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি তাকে দেয়া শিথিলতার সুযোগ নিয়ে মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে সুযোগের অসদ্ব্যবহার করতেই থাকে তাহলে তার জন্য আর এটি বিবেচ্য বিষয় হবে না, তা সে যদি সত্যি সত্যি অপারগ হয় তবুও। সা'ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ) ও অনুরূপ বলেছেন। সা'ঈদ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেছেন যে, অনিচ্ছাকৃত অবাধ্যতা হলো এটা মনে করা যে, এটা অনুমোদন যোগ্য। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৩৬) এ বিষয়ে ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এখানে আয়াতের ভাবার্থ অনিচ্ছাকৃত অবাধ্যতা হলো তা যে, ইচ্ছা না থাকা সত্বেও মৃত প্রাণীর গোশত আহার করতে বাধ্য হওয়া এবং এর পুনরাবৃত্তি না করা, তবে এগুলো পেট পুরে না খাওয়া।

জিজ্ঞাস্যঃ একটি লোক ক্ষুধার জ্বালায় খুবই কাতর হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় সে একটি মৃত জীব দেখতে পেয়েছে এবং তার সম্মুখে অপরের একটি হালাল বস্তু রয়েছে। যেখানে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নতারও ভয় নেই এবং কোন কষ্টও নেই, এ অবস্থায় তাকে অপরের জিনিসটিই খেয়ে নিতে হবে, মৃত জীবটি খেতে হবে না। ইবনু মাজায় একটি হাদীস রয়েছে, 'আব্বাদ ইবনে শারজাবীল আনাযী (রাঃ) বলেনঃ 'এক বছর আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। আমি মাদীনায় গমন করি এবং একটি ক্ষেতে ঢুকে শিষ ভেঙ্গে নেই ও ছিলে খেতে আরম্ভ করি। আর কিছু শিষ চাদরে বেঁধে নিয়ে চলতে থাকি। ক্ষেতের মালিক দেখতে পেয়ে আমাকে ধরে ফেলে এবং মার-পিট করে আমার চাদর কেড়ে নেয়। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে হাযির হয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ লোকটিকে বলেনঃ

"ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساعيا، ولا علمته إذ كان جاهلا". فأمره فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق.

'না তুমি এই ক্ষুধার্তকে খেতে দিলে, না তার জন্য অন্য কোন চেষ্টা করলে, আর না তুমি তাকে বুঝালে বা শেখালে! এই বেচারাতো ক্ষধার্ত ও মূর্খ ছিলো। যাও, তার কাপড় তাকে ফিরিয়ে দাও এবং এক ওয়াসাক বা অর্ধ ওয়াসাক অর্থাৎ এক ওয়াসাকে প্রায় একশ আশি কেজি শস্য দিয়ে দাও।' (হাদীসটি সহীহ। সুনান ইবনে

মাজাহ ২/৭৭০/২২৯৮, সুনান আবূ দাউদ ৩/৩৯, ২৬২০, সুনান নাসাঈ ৮/৬৩১/৫৪২৪, মুসনাদে আহমাদ ৪/১৬৬,১৬৭) আমর ইবনে সুয়াইব (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা শুনেছেন যে, গাছে লটকে থাকা খেজুর সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ

من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء"

‘অভাবী লোক যদি ফসল থেকে কিছু খায়, কিন্তু বাড়ি নিয়ে না যায় তাহলে তার কোন অপরাধ নেই।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ ২/১৩৬/১৭১০, জামি‘ তিরমিযী ৩/৫৮৪/১২৮৯, সুনান নাসাঈ ৮/৪৫৯/৪৯৭৩, মুসনাদে আহমাদ ২/১৮০,২২৪)

মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, ﴿فَلَآ اِثۡمَ عَلَيۡهِ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ﴾আয়াতের অর্থ হচ্ছে বিশেষ জরুরী অবস্থায় বাধ্য হয়ে যা আহার করা হয়। সা‘ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ) বলেনঃ অবৈধ কোন কিছু খেলে মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিতে পারে, আর বাধ্য হয়ে হারাম কোন কিছুকে খাওয়াকে তিনি যে অনুমোদন দিয়েছেন তা হলো তাঁর করুণা বা দয়া। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/২৪০) এটাও বর্ণিত আছে যে, তিন গ্রাসের চেয়ে যেন বেশি না খায়। মোট কথা, এ অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবানীর কারণেই তার জন্য এই হারামকে হালাল করা হয়েছে। মাসরূক (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যায় অথচ হারাম জিনিস ভক্ষণ বা পান করে না, অতঃপর মারা যায়, সে জাহান্নামী। (সুনান-ই কুবরা ৯/৩৫৭) অতএব জানা গেলো যে, এরূপ অবস্থায় এ রকম জিনিস খাওয়া অবশ্য কর্তব্য, শুধু যে খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা নয়, বরং খেতে হবে।

অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমান এনে কেবলমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী হয়ে থাকো, যেমন তোমরা দাবী করছো, তাহলে জাহেলী যুগে তোমাদের ধর্মীয় পণ্ডিত, পুরোহিত, পাদরী, যাজক, যোগী ও সন্যাসীরা এবং তোমাদের পূর্বাপুরুষরা যেসব অবাঞ্ছিত আচার-আচরণ ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করেছিল সেগুলো ছিন্ন ভিন্ন করে দাও। আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে অবশ্যি দূরে থাকো। কিন্তু যেগুলো আল্লাহ হালাল করেছেন কোন প্রকার ঘৃণা-সংকোচ ছাড়াই সেগুলো পানাহার করো। নবী ﷺ তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। مَنْ صَلَّى صَلَواتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ الخ "যে ব্যক্তি আমাদের মতো করে নামায পড়ে, আমরা যে কিব্‌লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়ি তার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এবং আমাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত খায় সে মুসলমান।” এর অর্থ হচ্ছে, নামায পড়া ও কিব্‌লাহর দিকে মুখ করা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ না সে পানাহারের ব্যাপারে অতীতের জাহেলী যুগের বিধি-নিষেধগুলো ভেঙ্গে ফেলে এবং জাহেলিয়াত পন্থীরা এ ব্যাপারে যে সমস্ত কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়। কারণ এই জাহেলী বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলাটাই একথা প্রমাণ করবে যে, জাহেলিয়াতের বিষ এখনো তার শিরা উপশিরায় গতিশীল।

আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি হিদায়াত করেছেন যে

(يَاَ يُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا)

অর্থাৎ "হে রাসূলগণ ! পবিত্র খাদ্য গ্রহন করুন এবং নেক আমল করুন"। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোআ কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশংকাই থাকে বেশী। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে মানুষ নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছু কবুল করেন না। তিনি মুমিনগণকে সেটার নির্দেশ দিয়েছেন যেটার নির্দেশ রাসূলগণকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র থেকে খাও এবং সৎকাজ কর, নিশ্চয় আমি তোমরা যা কর সে ব্যাপারে সবিশেষ অবগত। [সূরা আল-মুমিনুন: ৫১]

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করেছে, ধুলি-মলিন অবস্থায় দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে বলতে থাকে হে রব! হে রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে খেয়েছেও হারাম। সুতরাং তার দোআ কিভাবে কবুল হতে পারে?" [মুসলিম: ১০১৫]

১৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতিকে হালাল খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অত্র আয়াতেও বিশেষভাবে মু'মিনদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন। তারপর এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

১৭৩ নং আয়াতে হালাল খাওয়ার নির্দেশের সাথে সাথে বর্জনীয় হারামগুলোর বর্ণনাও আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। এ আয়াতের তাফসীরস্বরূপ সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের-মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে যবেহকৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যা তোমরা যবেহ করতে

পেরেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর ওপর বলি দেয়া হয় তা এবং তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা– এসব পাপ কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে; সুতরাং তাদেরকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা মায়িদাহ ৫:৩)

الْمَيْتَةَ 'মৃত'মৃত দ্বারা সেসব জন্তুকে বুঝানো হয়েছে যা শরীয়তসম্মতভাবে জবেহ করা হয়নি যদিও তা হালাল প্রাণী হয়, তবে মাছ মৃত হলেও তা হালাল। (আবূ দাঊদ হা: ৮৩, সহীহ)

الدَّمَ 'রক্ত'রক্ত দ্বারা ঐ রক্ত হারাম বুঝানো হয়েছে যা জবেহ করার সময় প্রবাহিত হয়।

(وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ)

'শুকরের গোশত'শুকরের গোশত, তা থেকে উপকার নেয়াসহ তার সব কিছু হারাম।

(وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)

'যা আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত'অর্থাৎ যেসব প্রাণী আল্লাহ তা'আলার নাম ছাড়া অন্যের নামে জবেহ করা হয়। চাই মূর্তি হোক, ওয়ালী–আওলিয়া হোক।

যে ব্যক্তি নিরুপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)

"তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা মায়িদাহ ৫:৩) অর্থাৎ হারাম প্রাণী বা খাদ্য ছাড়া কোন কিছু না পেলে প্রাণ রক্ষার্থে ততটুকু বৈধ যতটুকু হলে জীবন বাঁচানো যাবে।

☆ আলোচ্য আয়াতে- সমাজের প্রচলিত রসম রেওয়াজের দিকে না তাকিয়ে যেসব আল্লাহপাক হালাল করেছেন সেসব বস্তু সামগ্রী আহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং আল্লাহ যে এগুলো হালাল করেছেন সেজন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সাথে সাথে এখানে এ ইংগিতও পাওয়া যায় যে ইবাদাত কবুলের জন্য হালাল খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য। একটি হাদীসে রাসূল করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ বহুলোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আল্লাহর দরবারে বলতে থাকে ইয়া রব! ইয়া রব! কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদ হারাম অর্থে সংগৃহীত এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে।? (মুসলিম, তিরমিযী)। অতএব আমাদের খাদ্য ও উপার্জন অবশ্যই হালাল হওয়া প্রয়োজন এবং সর্বদা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. হালাল রিযিক খাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

২. আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব।

৩. বর্ণিত হারাম প্রাণী ও খাদ্য খেতে কেউ বাধ্য হলে প্রাণ রক্ষার্থে খাওয়া জায়েয।